



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 98 - 104
Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

যুধিষ্ঠির মাজীর ‘সিংবোঙ্গা দেশ’ ও গোনো পিঙ্গুয়া : এক অনালোচিত আদিবাসী বীরের জীবনালেখ্য

প্রশান্ত কুম্ভকার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়, ছাতনা, বাঁকুড়া

Email ID: kumbhakarprasanta@gmail.com

Received Date 16. 03. 2024

Selection Date 10. 04. 2024

Keyword

*Singhbhum, Adivasi,
Sepoy Mutiny,
Ulgulan, Feudal,
Missionary School,
Chaibasa, Porahat.*

Abstract

Youdhisthir Majee's story 'Singbonga Desh' is a biography of an unsung tribal hero of Indian history. The name of that tribal hero was Gonoo Pingua. He was one of the leaders in Sepoy Mutiny of Singhbhum. King Arjun Singh of Porahat in Singhbhum appointed him as Sardar. Gonoo Pingua formed his own group by uniting the indigenous communities. His life was filled with valour though he led a life of poverty and sorrow. But he is a deprived hero in the history of India. Only a few recent historians and researchers have highlighted his heroism. There are no literary texts written on his biography in Bengali language. Purulia's renowned researcher and writer Youdhisthir Majee has written a story about the rebellion of such a little-known heroic tribal leader. In this story the author has recorded many unknown facts about the Sepoy Mutiny and Gonoo Pingua in Singhbhum region. As a result, the story 'Singbonga Desh' has not only become a literature but also a historical document.

Discussion

গোনো পিঙ্গুয়া ভারতের ইতিহাসে এক অনালোচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন ও বীরত্বের কথা ইতিহাসের পাতায় খুব একটা স্থান পায়নি। সাম্প্রতিক কালে ইতিহাস গবেষকদের দু'একটি গ্রন্থ এবং কয়েকটি গবেষণাপত্র ছাড়া আর কোথাও গোনো পিঙ্গুয়ার উল্লেখ নেই বললেই চলে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন আন্দোলনে আদিবাসীদের প্রসঙ্গ উঠলেই আমাদের মনে পড়ে সিধু মুরমু, কানু মুরমু ও বিরসা মুণ্ডার কথা। এই তিনজন ছাড়াও যে আরোও অনেক আদিবাসী বীর সন্তানেরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার বিবরণ আমরা পাই প্রবীণ গবেষক পরিমল হেমব্রমের 'স্বাধীনতা আন্দোলনে সাঁওতালদের ভূমিকা' নামক সম্পাদনা গ্রন্থে। যদিও এই গ্রন্থে গোনো পিঙ্গুয়ার নাম নেই। সম্পাদক মহাশয় ভূমিকা অংশে জানিয়েছেন যে, বহু তথ্য এখনো ইতিহাসের অন্ধকার কক্ষে রয়ে গেছে, সেগুলিকে উদ্ধার করার জন্য নবীন



প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে।^১ বাংলা সাহিত্যেও আদিবাসী অঞ্চলের জনজীবন এবং আদিবাসী বীরদের জীবনীকে কেন্দ্র করে বহু উপন্যাস ও ছোটগল্প রচিত হয়েছে। কিন্তু গোনো পিঙ্গুয়াকে নিয়ে কোনো সাহিত্য রচিত হয় নি। সদ্য প্রয়াত পুরুলিয়ার স্বনামধন্য গবেষক ও সাহিত্যিক যুধিষ্ঠির মাজী তাঁর ‘সিংবোঙ্গা দেশ’ গল্পে এমনি একজন অজানা তথা অল্পজানা আদিবাসী বীরের বীরত্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গল্পের মাধ্যমেই আমরা বাস্তবের গোনো পিঙ্গুয়াকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

গল্পকার গল্পের শুরুতেই বলেছেন আদিবাসীদের কাছে সিংভূম হল সিংবোঙ্গা দেশ। চাইবাসা থেকে সেরাইকেলা পর্যন্ত ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ে আবৃত মালভূমি অঞ্চলটা আদিবাসীদের কাছে ভগবানের দেশ। উচ্চবর্ণের হিন্দু মহাজনেরা এককালে এখানে মহাজনী কারবার করতে এসেছিলেন। পরে বিদেশী সাহেবদের দালালি করে জমিদার হয়ে উঠেছিলেন এবং আদিবাসীদের বেগার খাটাতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই সব মহাজনদের সঙ্গে আদিবাসীদের বিরোধ বাধলে ব্রিটিশ সাহেবরা মহাজনদের পক্ষ নেন। ফলে আদিবাসীদের সঙ্গে সাহেবদের দ্বন্দ্ব লেগে যায়। চক্রধরপুর অঞ্চলে আদিবাসীরা উলগুলান অর্থাৎ মহাসংগ্রাম শুরু করেন। এই সময় বাচ সাহেব আদিবাসীদের দমন করার জন্য চক্রধরপুরে চলে যান।^২

লেখক বলেছেন, সেই সময় চাইবাসায় আদিবাসীদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার জন্য একটি খ্রিস্টান মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইতিহাস বলছে যে, ১৮৪১ সালে আদিবাসীদের চরম অজ্ঞতা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ব্রিটিশরা একটি অ্যাংলো হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন। সংযুক্ত দাস গুপ্ত মহাশয়া তাঁর একটি গবেষণাপত্রে বলেছেন –

“The school had been set up in 1841 particularly for the Hos with the intention of eradicating belief in witchcraft through the spread of education. ... The Anglo-Hindi school was set up at Chaibasa ...”^৩

যাইহোক এই মিশনারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন ম্যাডাম লিজা। আর ছিলেন মার্শাল হেমব্রম এবং তাঁর মেয়ে মিস সানি। এক রবিবারের দুপুর বেলায় ম্যাডাম লিজা তাঁর রুমে দিবাস্বপ্নে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ এক কালা পাহাড়ের মতো পুরুষ তাঁর ঘরে ঢুকে লুকিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন গোরা পুলিশ লিজার ঘরে প্রবেশ করে জানতে চাইল, কোন অচেনা ভয়ংকর লোক এদিকে এসেছে কিনা। কারণ ঐ শয়তানটা কবরস্থান থেকে হাড় চুরি করে বাজারে বিক্রি করে। কেন জানিনা, লিজা নির্ভয়ে তাদের জানালেন, কেউ আসে নি। পুলিশ চলে যাবার পর ভয়ংকর কালো ব্যক্তিটিকে লিজা অভয় দান করেন এবং তাঁর সম্পর্কে জানতে চান। পাহাড়ের মতো মানুষটা জবাব দেয়, তাঁর নাম গোনো পিঙ্গুয়া।

কে এই গোনো পিঙ্গুয়া? কী তাঁর পরিচয়? ভারতের ইতিহাসে এবং অবশ্যই আমাদের কাছে সবচেয়ে কম পরিচিত ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের একজন অন্যতম আদিবাসী নেতা ছিলেন গোনো পিঙ্গুয়া। ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র তাঁর এক গবেষণাপত্রে বলেছেন –

“Gonoo, a Kol, was an ordinary cultivator in Singhbhum. The events of 1857 made him a rebel leader. The lowliest in terms of social status among our rebel characters, he is the least known to us.”^৪

সংযুক্ত দাস গুপ্ত বলেছেন –

“Gonoo who lived in a far-off tribal village in Chota Nagpur... Very little is actually known about him. The histories of other nineteenth century tribal rebels of Chota Nagpur- sidhu, Kanu, Birsha Munda and Jatra Bhagat to name a few- are fairly well documented. But Gonoo is a strangely nebulous figure in comparison with these other, more spectacular leaders.”^৫

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ অশোক কুমার সেনও মন্তব্য করেছেন –

“... Gono (Gonoo in judicial records) Pingua, the great tribal leader of the rebellion in south Kolhan.”^৬

এরপর গল্পে ফিরে আসা যাক। গোনোকে পুলিশে তাড়া করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে গোনো খুবই লজ্জিত হন এবং বলেন যে তিনি ‘বান্ধবেশা’ (মন্দ) ‘হড়’ (পুরুষ) নন, তিনি চোর-ডাকুও নন, এমনকি কবর থেকে হাড়ও চুরি করেন না। তিনি



কবরখানা খোঁড়েন গয়নার জন্য। কারণ তাঁদের ‘গাভিন কুড়ী গিদ্রা’ অর্থাৎ গর্ভবতী যুবতী বউ মারা গেলে মুগ্ধারা মৃত মেয়েটিকে সালঙ্কার রূপে কবর দিয়ে থাকেন।^১ গভীর রাত্রিতে গোনো কবর থেকে এই গয়না বের করেন এবং তাই দিয়েই সংসার চালান। বোঝা যায়, কতটা অসহায় হলে মানুষ এই ধরনের কাজ করতে পারেন। গোনো বলেছেন, তাঁর বাবা মাটা সর্দার সাহেবদের বিরুদ্ধে উল্গলান করায় সাহেবরা তাঁকে বন্দী করেন। গোনোর বাড়িতে আছেন ‘আয়ু’ (মা), ‘বকততে’ (ভাই)। গোনোর বাবা মাটা যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, ইতিহাসেও তার সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র মন্তব্য করেছেন –

“His father Mata was the moonda of village Chonpattea of Barpeer. Gonoo was a pupil of Chybasa school, ‘but when he left the school’, said an acquaintance who knew him from his childhood, ‘he became poor and took to evil ways, thieving and the like... His father died in jail for rebellion. His brother was hanged.’”^{১৭}

আবার অশোক কুমার সেন মহাশয়ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে মন্তব্য করেছেন –

“We learn that Gono was the son of Mata who, along with his other son, had fought the British in 1836-7. After discontinuing studies at the Chaibasa school due to poverty, Gono took to evil ways... but we can imagine that his father’s imprisonment and his brother’s capital punishment for anti-British acts must have been relevant for him.”^{১৮}

সুতরাং জানা গেল, গোনোর বাবা মাটা ছিলেন গ্রামের মুন্ডা। তিনি ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়লে গোনোর পরিবার প্রচণ্ড দারিদ্রের মধ্যে পড়ে। ফলে গোনো খারাপ কাজ করতে বাধ্য হন। গল্পকার যুধিষ্ঠির মাজী গল্পে বর্ণনা করেছেন – একদিন গোনো খবর পেলেন তাঁর বাবা সাহেবদের জেলে মারা গেছেন। গ্রামের অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, সাহেবরাই তাঁকে পিটিয়ে খুন করেছে। এই খবর শুনে সিংবোঙ্গাদের বীর ‘হড়’ গোনোর রক্ত গরম হয়ে উঠল। তিনিও ঠিক করলেন বাবার মতো সংগ্রাম করবেন। কিন্তু এর জন্য শক্তি চাই, টাকা চাই, মুগ্ধাদের ঐক্য চাই। মুগ্ধাদের ঘরে বড়োই অভাব। খালি পেটে তো আর ‘উল্গলান’ হয় না। তাই আগে মুন্ডাদের জন্য ভাতের জোগাড় করতে হবে। গোনো তাঁর শরীরের আসুরিক শক্তিকে কাজে লাগালেন। প্রথমে চুরি, তারপর দিকু মহাজনদের বাড়িতে ডাকাতি শুরু করলেন। এই ভাবে গোনো দরিদ্র মুগ্ধাদের পরিবারে আশার আলো ফুটিয়ে তুললেন। আদিবাসীরা গোনো ডাকাতির মধ্যেই তাঁদের পরিত্রাতা চাঁদু বোঙ্গা অর্থাৎ ভগবানকে খুঁজে পেলেন।^{১৯}

দিকু মহাজনেরা বেশিরভাগই সাহেবদের দালাল এবং আদিবাসীদের শত্রু। পোড়াহাটের জমিদার অর্জুন সিংহও মহাজন কিন্তু তিনি ছিলেন আদিবাসীদের বন্ধু, আপনজন। অন্যদিকে সেরাইকেলার জমিদার চক্রধর সিংহ ব্রিটিশদের দালালি করে সাহেবদের কাছে নিজের প্রভাব বাড়িয়েছেন। তিনি আদিবাসীদের শাসন করেন। সেই কারণে চক্রধর ও অর্জুন সিংহের সম্পর্ক ভালো ছিল না। ইতিহাসও বলছে, -

“Arjun Singh, the Raja of Porahat bitterly resent the confidence that the British reposed on his arch rival the ruler of Seraikela...”^{২০}

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় রাজা অর্জুন সিংহের নেতৃত্বে আদিবাসীরা ‘উল্গলান’ শুরু করেন। এই আন্দোলনে বহু মুগ্ধা ও মানকি সম্প্রদায়ের মানুষ অর্জুন সিংহকে সাহায্য করেন। তবে প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে তাঁরা বেশিদিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারেননি। অর্জুন সিংহ আত্মসমর্পণ করেন এবং ভাই বৈজনাথ ও একমাত্র কন্যা মণিমালাকে নিয়ে আদিবাসী প্রভাবিত জঙ্গলঘেঁষা বাগান বাড়িতে আশ্রয় নেন। এক সন্ধ্যায় মণিমালা জঙ্গলের মাঝে এক পুকুরে পদ্মফুল তুলতে নামে। গোনো লক্ষ্য করেন যে মেয়েটির গা-ভর্তি গয়না রয়েছে। নিশ্চয় কোনো দিকু মহাজনের মেয়ে হবে। তাই গয়না ছিন্তাই করেন এবং পালানোর পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। অবশেষে অর্জুন সিংহ এবং ম্যাডাম লিজার চেষ্টায় গোনো মুক্তি পান। পুলিশের কাছে মণিমালা বয়ান দেয় যে, গোনো তার গয়না চুরি করেন নি, গোনোকে দেখেই সে ভয় পেয়ে চিৎকার করেছিল। একথা শুনে ক্যাপ্টেন বার্চের নিজের সিপাহীদের ওপর আস্থা কমে গেল। কারণ তাদের খবর অর্থাৎ গোনোর চুরি করে পালিয়ে যাওয়া মিথ্যা বলে প্রমানিত হল। বার্চ সাহেব বিরক্তের সঙ্গে গোরা সিপাহীদের বললেন ‘রিলিজ হিম’। গোনোকে মুক্তি দেওয়া হল।



গোনোকে বাঁচানোর যুক্তি হিসেবে অর্জুন সিংহ বলেছেন, মুন্ডারা তাঁদেরই লোক। মাটা সর্দার তাঁর কথায় ‘উলগুলান’ করে প্রাণ দিয়েছেন।^{১২} পোড়াহাটের রাজা অর্জুন সিংহের সঙ্গে মাটা এবং তাঁর পুত্র গোনো পিসুয়ার নিকট সম্পর্কের কথা ইতিহাস থেকেও জানা যায়। রাজা অর্জুন সিংহের অন্যতম সহযোগী নেতা ছিলেন মাটা সর্দার। সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, অর্জুন সিংহ গোনোকে প্রধান সর্দার হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তালপত্রে তার অধিকারের স্বীকারোক্তি, একটি পাগড়ী ও একটি ঘোড়া দিয়েছিলেন যার জন্য তাঁর নেতৃত্ব দান সহজ হয়ে গিয়েছিল –

“Gono’s ascent to leadership was facilitated when Arjun invested him with the tal-pat letter, a turban and a horse.”^{১৩}

বোঝাই যাচ্ছে গল্পকার এখানে ইতিহাসের সঙ্গে গল্পের কাহিনীকে সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন।

ম্যাডাম লিজা এবং মার্শালের মেয়ে সানির তত্ত্বাবধানে গোনোর পড়াশোনা শুরু হয়। মিস সানি তাঁকে বাংলা এবং ইংরেজি শেখানোর দায়িত্ব নেন। মিস সানি ছিলেন জাতিতে মুগুরী, বয়সে যুবতী, দেখতে সুন্দরী ও স্বাস্থ্যে প্রাণবন্ত মেয়ে। বেশ কয়েক দিনের মধ্যেই গোনো সানির হৃদয়ের মধ্যে জায়গা করে নিলেন। মাঝে মাঝেই সানির সঙ্গে তিনি জঙ্গলে ঘুরতে যান এবং গাছের আড়ালে জীবনের কথা বলেন। যদিও এটা ম্যাডাম লিজা ভালো চোখে দেখতেন না। তাই দেখা যায়, সানি গোনোকে বন্দুক চালা শেখালে ম্যাডাম লিজা তা সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছে সানি বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। লিজাও চান গোনো বন্দুক চালাতে শিখুক কিন্তু সানি তাঁকে শেখাচ্ছে, এটাই তাঁর মর্মবেদনার কারণ। একটা কথাই তাঁর মনে ঘুরপাক খায় সানির মধ্যে এমন কী পেয়েছেন গোনো যে নিজের চলার পথটা ভুলে যাচ্ছেন। এরপর একদিন দেখা যায়, মিস সানি ও গোনো জঙ্গলে ঘুরতে গিয়ে রাত করে বাড়ি ফিরলে ম্যাডাম লিজা গোনোকে তাঁর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন –

“তোমার হয়তো মনে আছে তোমাকে ‘উলগুলানের’ জন্য তৈরি হতে হবে।”^{১৪}

লিজার কাছে খবর আছে যে, গোনোর ভাইকেও গোরা সিপাহিরা ধরে নিয়ে গেছে। তাঁর বাবার মতো ভাইকেও তারা নাকি মেরে ফেলতে পারে। গোনো এ খবর জানতেন না। শুনেই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। চওড়া বুকটা ফুলিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন-

“হামি উলগুলান করব। গোরা সিপাহি লোগ সিংবোঙ্গা দেশের দুশমন আছে।”^{১৫}

গোনোর ভাইকেও যে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল সেকথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

এদিকে বসন্তের দিন আগত। এই সময় সিংবোঙ্গা দেশে বাহা পরবের ধুম লেগে যায়। এই পর্বে লেখক সংক্ষেপে এই অঞ্চলের একটি লোক উৎসবের মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন। বাহা সিংবোঙ্গা অঞ্চলের একটি অন্যতম লোক উৎসব। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল নাচ, গান আর মহুয়ার রস। এই সময়ের কয়েকটা দিন আদিবাসীদের আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে কেটে যায়। দিন-রাত নকুড় নকুড় ধামসা বাজে, ঝিং কুরাকুর ধিতাং ধিতাং ধিতাংলো বোলে মাদল বাজে। বাজনার শব্দ আর নাচের তাল আদিবাসী নাচুনি মেয়েদের ঘরের কাজ ভুলিয়ে দেয়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই মহুয়ার রসে আর যুবতীদের নাচে, গানে ও হাসিতে ভুলে থাকে। সানি গোনোকে নিয়ে বাহা নাচ দেখতে আসেন। জঙ্গলের মাঝখানে একটি ফাঁকা উপত্যকায় বসেছে নাচের আসর। বেশ কিছু মারাংবাবু (ভালো লোক), দিকু (হিন্দু) মহাজন, পোড়াহড়রা (কুটুম্বাদি) নাচ দেখতে এসেছেন। মুগুদের পরম বন্ধু রাজা অর্জুন সিংহ ও তাঁর কন্যা মণিমালাও এসেছেন। আর এসেছে সেরাইকেলার মহাজন চক্রধর সিংহের ছেলে বাহাদুর সিংহ। তার সঙ্গে আবার এসেছে পাঁচজন গোরা সিপাহি। মহুয়া খেয়ে আদিবাসী মেয়েরা নেচে চলেছে, পুরুষেরা মাদল বাজাচ্ছে। হঠাৎ নাচের আসর থেকে নারী কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল। গোরা সিপাহিরা বন্দুক উঁচিয়ে মণিমালাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এমন একটা অকস্মাৎ ঘটনা ঘটে যাবে কেউ ভাবতেও পারে নি। চক্রধর সিংহের মাতাল চরিত্রহীন ছেলে বাহাদুর সিংহ সিপাহিদের সাহায্যে দিনের বেলাতেই মণিমালাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসী যুবকেরা অস্ত্রহীন, তার ওপর মহুয়ার নেশায় মাতাল। কে মণিমালাকে বাঁচাবে? রাজা অর্জুন সিংহও যেন গায়ের জোর হারিয়ে ফেলেছেন।

এই দৃশ্য দেখে গোনো পিসুয়া আর থাকতে পারলেন না। পাহাড়ের মতো শান্ত মানুষটার বুকের রক্ত টগবগিয়ে ফুটে উঠল। তিনি এক লাফ দিয়ে আসর থেকে বেরিয়ে মণিমালাকে উদ্ধার করার জন্য খালি হাতেই এগিয়ে গেলেন। বেশ



কিছুদূর যাওয়ার পর দুর্বৃত্তদের নাগাল পেলেন। তারপর অতর্কিতে বাঁপিয়ে পড়লেন একজন গোরা সিপাহির উপর। তার বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে সিপাহিদের ওপর এলোপাখাড়ি গুলি চালাতে লাগলেন। তিনজন গোরা সিপাহি গোনোর হাতে গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বাকি দু'জন ও বাহাদুর সিংহ মণিমালাকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। মণিমালা আতঙ্কে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ওদিকে নাচের আসর থেকে সবাই চলে গেছে। রয়ে গেছেন রাজা অর্জুন সিংহ আর কয়েকজন আদিবাসী যুবক। গোনো কালা পাহাড়ের মতো মণিমালাকে কাঁধে নিয়ে সেখানে এলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চাইবাসার গোরা সিপাহিরা তাদের ঘিরে ফেলল। ব্রিটিশদের রক্ত ঝরিয়েছেন গোনো, তাঁর আর রক্ষে নেই। কিন্তু গোনো পিঙ্গুয়াও মস্ত ডাকাতি। জঙ্গল তাঁর কাছে নিজের হাতের তালুর মতোই পরিচিত। কোন্ ফাঁকে কেমন করে যে গোনো পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল তা কেউ বুঝতে পারল না। পুলিশ হতাশ হয়ে ফিরে গেল।^{১৬}

একটা বছর পেরিয়ে গেল, কিন্তু গোনোকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। ব্রিটিশ শাসকদের কাছে গোনো খুনি। তিনি তিন তিনটা গোরা সিপাহির রক্ত ঝরিয়েছেন। ইতিহাসেও দেখা যাচ্ছে, গোনো অন্তত একজন ইউরোপীয় হত্যার জন্য দায়ী ছিলেন এবং তাঁর প্ররোচনায় কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করা হয়েছিল –

“Gonoo was indeed an active leader in the Rebellion, who had been responsible for the murder of at least one European... he had earlier joined the Porahat rajas's attack on the British forces at Jayantgarh in southern Kolhan and that some numbers of Jayantgarh police were killed at his instigation.”^{১৭}

গল্পকার যুধিষ্ঠির মাজী এখানে কাহিনী নির্মাণের জন্য ঘটনার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেছেন। এটাই সাহিত্যিকের কাজ। একটানা ইতিহাস বর্ণনা করা তো সাহিত্যিকের কাজ নয়। বরং ইতিহাসের ঘটনাকে মনের মাধুরী মিশিয়ে একটি নতুন এবং অখণ্ড কাহিনী নির্মাণ করাটাই হল সাহিত্যিকের প্রধান কর্তব্য। কারণ সাহিত্য তো সমাজের সাথে সাথে ব্যক্তি-জীবনের কথাও বলেবে। ইতিহাস ব্যক্তি-জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনা। আর ব্যক্তি-জীবনের বাইরেটা আমরা খানিক বুঝতে পারলেও ভিতরটা বেশীভাগ অধরাই থেকে যায়। ফলে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে একটা স্বাভাবিক সত্যে উপনীত হতে হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঐতিহাসিক সত্যকে লেখক যুধিষ্ঠির মাজী তাঁর মায়াবী প্রতিভায় স্বাভাবিক সত্যে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন। সাহিত্যিকের কাছে এর থেকে বড়ো গৌরবের বিষয় আর কী হতে পারে!

যাইহোক, সিপাহিরা ধরতে পারলে গোনোর নিশ্চিত ফাঁসি হবে। ব্রিটিশ হত্যার জন্য গোনো পিঙ্গুয়া দেশদ্রোহীতে পরিণত হলেন। দীর্ঘ এক বছর পর তিনি সানির কাছে এসেছেন। এই এক বছর গোনো কীভাবে কাটিয়েছেন, কোথায় গিয়েছেন, গোপনে কোনো দল গঠন করেছেন কিনা- সে সম্পর্কে আমরা গল্প থেকে কিছুই জানতে পারিনি। আমাদের মনে হয়, গোনোর এই এক বছরের জীবনকে লেখক যদি লিপিবদ্ধ করতে পারতেন তাহলে ‘সিংবোঙ্গা দেশ’ নিশ্চিত রূপে একটি উপন্যাসে পরিণত হতে পারতো। যাইহোক, গল্পে দেখা যাচ্ছে, থাকা খাওয়ার প্রচণ্ড অসুবিধার কারণে ময়ূরভঞ্জ গোনো ‘উলগুলান’ শুরু করবেন। থাকা খাওয়ার অসুবিধা যে তাঁদের ছিল, সে কথা বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ থেকেও উদ্ধার করা যায়–

“There were complaints that Gonoo and a large number of rebel followers filled the village and were in every house demanding food and drink.”^{১৮}

খাবার থাকলে নিশ্চয় কেউ গ্রামে ঢুকে খাবার দাবি করত না। ‘উলগুলানে’ যাবার সময় শেষবারের মতো নিশ্চিন্তি রাতে সানির সঙ্গে সেই স্কুলে দেখা করতে এসেছেন গোনো। সানিকে বলেছেন - ‘ইন্দা বেশ গি মেলায়া (আমি ভালো আছি)। হামকো খানা নেহি মিলতা, রহনেকা জগহ নেহি মিলতা। হাম ভাগ জায়েঙ্গে। ময়ূরভঞ্জমে উলগুলান করেঙ্গে।’^{১৯} অভুক্ত গোনো সানির দেওয়া শুকনো রুটি গোথাসে গিলতে লাগলেন এবং এক ঘটি জল খেয়ে সানির বিছানাতেই শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ দরজার ওপার থেকে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। ম্যাডাম লিজার ঘরে আলো জ্বলে উঠল। আলোটা নিভেও গেল। আবার পায়ের শব্দ হতে হতে মিলিয়ে গেল। সকাল হতেই গোরা সিপাহিরা গোটা স্কুলটা ঘিরে ফেলল। আর পালাবার উপায় নেই। পালাবার চেষ্টাও করেননি গোনো। বীরের মতো নিজেই ঘরের দরজা খুলে পুলিশের কাছে ধরা দিয়েছেন। গোনোর আসার খবর কে পুলিশকে জানিয়েছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।



মিস সানিকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। কিছু দিন পর শোনা গেল গোনো পিঙ্গুয়ার ফাঁসি হয়ে গেছে। গোনো পিঙ্গুয়ার ফাঁসির ঘটনা সানির হৃদয়কে পাষাণ করে দিয়েছিল। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে গোনো পিঙ্গুয়ার মতো একজন মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বীরপুরুষ চাইবাসার মিশনারি স্কুলে পড়তে এসেছিলেন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ও দেশপ্রেমে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। নাম তাঁর বিরসা মুণ্ডা। চার বছর তিনি এই স্কুলে ছিলেন। চাইবাসার এই মিশনারি স্কুল থেকেই একদিন গোনো পিঙ্গুয়া তাঁর কাজকে অসমাপ্ত রেখে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিরসা মুণ্ডা হয়তো নিজের অজান্তেই গোনোর অসমাপ্ত সেই কাজকে শেষ করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।^{২০} ১৯০০ সালে বেকন পাহাড়ে বিরসা মুণ্ডার বাহিনীর সাথে ইংরেজ বাহিনীর মহা সংগ্রাম শুরু হয়। আদিবাসীদের অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক। অন্যদিকে ইংরেজদের হাতে ছিল বন্দুক। অসম যুদ্ধ। অথচ একটা গাছের আড়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষিত হতে লাগল ইংরেজ বাহিনীর উপর। ইংরেজরা ভয় পেয়ে রণে ভঙ্গ দিল। কিন্তু যেতে যেতে কয়েকটা বোমা ছুঁড়ে দিয়ে গেল যেখান থেকে অনবরতগুলি বর্ষণ হচ্ছিল। যুদ্ধ শেষ হল। পরদিন গোরা সিপাহিরা গোরা সৈন্যদের লাশগুলো নেওয়ার জন্য বেকন পাহাড়ে এলে গাছের নিচে এক বয়স্ক মহিলার ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ দেখতে পেল। মৃতার হাতে বন্দুকটি তখনও শক্ত করে ধরা আছে। ইংরেজ সৈন্যরা বুঝতে পারল যে, এই মহিলার জন্যই তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। ফলে রাগে লাথি মেরে মৃতা মহিলার মুখটা খেঁতলে দিল। কিন্তু কেউ জানল না যে ঐ মহিলাটিই হল মিশনারি স্কুলের শিক্ষিকা এবং গোনোর প্রেমিকা মিস সানি। সিংবোঙ্গা দেশের বীরঙ্গনা। গোনোর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার জন্য অকাতরে প্রাণ দিলেন। এখানেই গল্পটি শেষ হয়েছে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যুধিষ্ঠির মাজী তাঁর ‘সিংবোঙ্গা দেশ’ গল্পের মধ্যে গোনো পিঙ্গুয়ার ইতিহাস ও ব্যক্তি-জীবনকে এমনভাবে রেখাঙ্কিত করেছেন যে, এটি একাধারে একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্য এবং ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে। পোড়াহাটের রাজা অর্জুন সিংহের সহায়ক এবং সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম আদিবাসী নেতা গোনো পিঙ্গুয়া ইতিহাসে আজও অজানা। মাত্র কয়েকজন ইতিহাসবিদ ও গবেষকের দৃষ্টিতে তিনি ধরা পড়েছেন। এ রকম অল্পজানা একজনের বিক্ষিপ্ত ইতিহাসকে সাহিত্যের আঙিনায় নিয়ে আসা নিঃসন্দেহে অসামান্য সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

Reference:

১. হেমব্রম, পরিমল, ‘স্বাধীনতা আন্দোলনে সাঁওতালদের ভূমিকা’, আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, বালী, হাওড়া, আগস্ট ২০২১, পৃ. ১১-১২
২. মাজী, যুধিষ্ঠির, ‘সিংবোঙ্গা দেশ’, মানভূম সংবাদ, পুরুলিয়া, ২০১০, পৃ. ১০
৩. Gupta, Das, Sanjukta, ‘Remembering Gonoo : The profile of an adivasi rebel of 1857’, ‘The Great Rebellion of 1857 in India.....’, Pati Biswamoy (Ed.), Routledge, 2010, P. 36, 39
৪. Bhadra, Gautam, ‘Four Rebels of Eighteen-Fifty-Seven’, ‘Subaltern Studies IV’, Guha Ranajit (Ed.) Delhi Oxford University Press, 1985, P. 256
৫. Gupta, Das, Sanjukta, ‘Remembering Gonoo : The profile of an adivasi rebel of 1857’, ‘The Great Rebellion of 1857 in India...’, Pati Biswamoy (Ed.), Routledge, 2010, P. 32, 33
৬. Sen, Kumar Ashok, ‘Reconstructing an event : The Great Rebellion of 1857-8 and Singhbhum Indigenes’, ‘The Politics of Belonging In India : Becoming adivasi’, Rycroft Daniel J and Dasgupta sangeeta, Routledge, 2011, P. 85
৭. মাজী, যুধিষ্ঠির, ‘সিংবোঙ্গা দেশ’, মানভূম সংবাদ, পুরুলিয়া, ২০১০, পৃ. ১১
৮. Bhadra, Gautam, ‘Four Rebels of Eighteen-Fifty-Seven’, ‘Subaltern Studies IV’, Guha Ranajit (Ed.) Delhi Oxford University Press, 1985, P. 262
৯. Sen, Kumar Ashok, ‘Reconstructing an event : The Great Rebellion of 1857-8 and Singhbhum Indigenes’, ‘The Politics of Belonging In India : Becoming adivasi’, Rycroft Daniel J and Dasgupta sangeeta, Routledge, 2011, Page. 85-86
১০. মাজী, যুধিষ্ঠির, ‘সিংবোঙ্গা দেশ’, মানভূম সংবাদ, পুরুলিয়া, ২০১০, পৃ. ১৬

১১. Gupta, Das, Sanjukta, 'Remembering Gonoo: The profile of an adivasi rebel of 1857', 'The Great Rebellion of 1857 in India...', Pati Biswamoy (Ed.), Routledge, 2010, P. 33
১২. মাজী, যুধিষ্ঠির, 'সিংবোঙ্গা দেশ', মানভূম সংবাদ, পুরুলিয়া, ২০১০, পৃ. ১৭
১৩. Sen, Kumar Ashok, 'Reconstructing an event: The Great Rebellion of 1857-8 and Singhbhum Indigenes', 'The Politics of Belonging In India: Becoming adivasi', Rycroft Daniel J and Dasgupta sangeeta, Routledge, 2011, P. 86
১৪. মাজী, যুধিষ্ঠির, 'সিংবোঙ্গা দেশ', মানভূম সংবাদ, পুরুলিয়া, ২০১০, পৃ. ২০
১৫. তদেব, পৃ. ২৪
১৬. তদেব, পৃ. ২৬
১৭. Gupta, Das, Sanjukta, 'Remembering Gonoo : The profile of an adivasi rebel of 1857', 'The Great Rebellion of 1857 in India...', Pati Biswamoy (Ed.), Routledge, 2010, P. 36
১৮. তদেব, পৃ. 36
১৯. মাজী, যুধিষ্ঠির, 'সিংবোঙ্গা দেশ', মানভূম সংবাদ, পুরুলিয়া, ২০১০, পৃ. ২৬
২০. তদেব, পৃ. ২৯